ছাত্রাবাস থেকে ল্যাপটপ চুরিকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হলদিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াদের ছাত্রাবাস থেকে দুটি ল্যাপটপ চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার রাতে রণক্ষেত্রের আকার নেয় হলদিয়ার ক্ষুদিরামনগর। পুলিশ গিয়ে দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিলেও ঘটনার জেরে আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন। পাশাপাশি ছাত্রদের আচরণের জেরে সারা এলাকা জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। এলাকাবাসীর দাবি, অভিযুক্ত ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, হলদিয়ার বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পড়ুয়ারা ক্ষুদিরামনগরে গণেশ ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তির মেসে ভাড়া থাকে। প্রায় ৪০জন পড়ুয়া থাকে এই মেসে। জানা গেছে, রবিবার মেস থেকে দুজন ছাত্রের ল্যাপটপ চুরি যায়। এবিষয়ে হলদিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। সোমবার থানার তদন্তকারী অফিসাররা এসে ল্যাপটপ চুরির কাণ্ডে তদন্ত শুরু করে। এরমধ্যেই মেসের লাগোয়া এক ভুমিমাল দোকানে সোমবার রাতে চড়াও হয় জনাদশেক পড়ুয়া। দোকানের মালিক সবিতা মণ্ডল জানিয়েছেন, এই পড়ুয়ারা দোকানে এসেই তাঁর ছেলেকে ল্যাপটপ চুরি করার অভিযোগ তুলে মারধর শুরু করে। ঘটনার প্রতিবাদ জানান তাঁর স্বামী ও ছেলে। এরপর আরও কয়েকজন ছাত্র এসে মারধর করে। সবিতাদেবীর অভিযোগ, তিনি প্রতিবাদ করলে তাঁর উপরেও হামলা চালায় ওই অভিযুক্ত পড়ুয়ারা। দোকানেও ভাঙচুর করে। এই ঘটনা দেখে স্থানীয় মানুষ দৌড়ে এলে ছাত্ররা পালিয়ে যায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে তাঁদের কয়েকজন মেসের কাছে যেতেই উপর থেকে ইট বৃষ্টি শুরু করে পড়ুয়ারা। ফিপ্ত এলাকাবাসীও নিচে থেকে ইট ছুঁড়তে শুরু করে। উত্তেজনা চরম পর্যায়ে ওঠে। এদিকে খবর পেয়ে হলদিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পড়ুয়াদের আটক করে নিয়ে যায়। হলদিয়া মহকুমা পুলিশ অফিসার তন্ময় মুখার্জী জানিয়েছেন, ল্যাপটপ চুরির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তারপরেও এই চুরিতে জড়িত থাকার অভিযোগে স্থানীয় মানুষের সাথে পড়ুয়ারা বিবাদে জড়িয়ে পড়ায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পড়ুয়াদের আটক করলেও পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তন্ময়বাবু জানিয়েছেন, কোনও পক্ষই এই ঘটনার অভিযোগ দায়ের করেনি। ঘটনার নিন্দা করেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর তথা হলদিয়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গোপাল দাস। তিনি বলেন, পুলিশ যখন তদন্ত করছে তখন সন্দেহের বশে কারও উপরে এভাবে হামলা চালানো অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। মেসের মালিককে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আরও দায়িত্বশীল হতে হতো বলে তিনি দাবি করেন।

নৌরিনের স্বপ্ন চিকিৎসক হওয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ বাবা, দাদার মত ভবিষ্যতে নৌরিন হাসানও চিকিৎসক হতে চায়। কাঁথি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী নৌরিন রাজ্যের সফল পরীক্ষার্থীদের মেধা তালিকায় অষ্টম। বাবা মোফাজ্জেল হোসেন কাঁথির নাম করা স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ। দাদা নাদিম হোসেনও চিকিৎসক। কৃতী এই ছাত্র জানিয়েছে, সেও ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায়। গত ২০১৫ সালের মাধ্যমিকে মাত্র ৪ নম্বরের জন্য দশম স্থানের মেধা তালিকায় স্থান করতে না পারলেও ৬৭০ নম্বর নিয়ে সারা রাজ্যে সংখ্যালঘু ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হয়েছিল হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের এই ছাত্রী। এবার উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৮২ নম্বর পেয়ে দশম স্থানের মেধা তালিকায় অষ্টম হয়ে নৌরিন হোসেন জানিয়েছে, সে সারাদিনে ৮-৯ ঘন্টা পড়তো। বাকি সময়টা কাটাতো গল্পের বই কিংবা নুরজাহান বিবির সাথে টিভি দেখে। ডাঃ মোফাজ্জেল হোসেনের আদি বাড়ি এই জেলার পাঁশকুড়ার রাতুলিয়ায়। কাঁথি মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক হিসাবে কাঁথিতে আসা। তারপর এখানেই সপরিবারে থেকে যান স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ হোসেন। মেয়ে নৌরিনের সাফল্যে খুশি বাবা, মা, দাদা সকলেই। নৌরিনের উচ্চ মাধ্যমিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বাংলা ৯২, ইংরেজী ৯৮, কেমিস্ট্রি ৯৬, অংক ১০০, ফিজিক্স ৯২ ও ঐচ্ছিক বাইলোজি ৯৬। নৌরিন জানিয়েছে, সব বিষয়েই তার আলাদা গৃহশিক্ষক ছিল। জানিয়েছে, তার এই সাফল্যের পেছনে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের অবদান কম নয়। নৌরিনের এই রেজাল্টে খুশি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারাও। হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছন্দা শাসমল জানিয়েছেন, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এই কৃতী ছাত্রী প্রথম পাঁচজনের মধ্যে থাকতো। তবে নবম শ্রেণী থেকে এই ছাত্রী বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করার ধারা অব্যাহত রেখেছে।

উচ্চমাধ্যমিকে অষ্টম

রাজ্যে অষ্টম সৌম্যদ্বীপ চিকিৎসক হতে চায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায় সৌম্যদীপ। পশ্চিম মেদিনীপুরের রামকৃষ্ণ মিশনের সৌম্যদীপ মন্ডল ৪৮২ নম্বর পেয়ে রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। বাড়ি মেদিনীপুর শহরের মিত্র কম্পাউন্ডে।

বাবা শুভেন্দু মন্ডল, জেলা কৃষি দফতরের আধিকারিক। মা সঙ্গীতাদেবী গৃহবধূ। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায় এই কৃতী ছাত্র। সৌম্যদীপের সমস্ত বিষয়েই গৃহ শিক্ষক ছিল। এছাড়া বাড়িতে ৫-৬ ঘন্টা প্রতিদিন পড়াশোনা করত। অবসর সময়ে গোয়েন্দা গল্পবই পড়ত, ক্রিকেট ম্যাচ দেখে সময় কাটাত। তার প্রিয় ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকার।

এগরায় গৃহবধূর মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ তিন মাসের এক নববধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা মহাবিশালা এলাকায়। মৃতার নাম সুস্মিতা কামিলা (২০)। জানা গেছে, মাস তিনেক আগে মহাবিশালা এলাকার সুশান্ত কামিলার সাথে বিয়ে হয় সুস্মিতার। দুপুরে বাড়িতে রান্না করার সময় হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন সুস্মিতা। তাঁকে এগরা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। তবে তাঁর এই মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে তবেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

যুবতীকে ধর্ষণের অপরাধে গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে এক যুবককে তুলে নিয়ে গিয়ে বাদাম জঙ্গলে ধর্ষণের অভিযোগে রামনগর থানার পুলিশ গ্রেফতার করল প্রতিবেশী এক বিবাহিত যুবককে। এই ঘটনায় রামনগরে কলাপুঞ্জা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ কাঁথি মহকুমা আদালতে মঙ্গলবার ধৃত যুবক দেবজ্যোতি বরকে হাজির করে। বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। উল্লেখ্য, দুদিন আগের ওই ঘটনায় দেবজ্যোতি ওই যুবতীকে হুমকি দেয় বাড়ির লোককে জানালে খুন করে দেবে। কিন্তু ওই যুবতী অসুস্থ হয়ে পড়লে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। পরে বিষয়টি সালিশির মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু পরিবারের সম্মানের কথা ভেবে সেই প্রস্তাব মেনে নিলেও পরে দেবজ্যোতি তাঁদের মারধর করে। এরপরেই ওই গৃহবধূর বাবা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ গ্রেফতার করে দেবজ্যোতিকে।

অধ্যাপনা করতে চায় অর্চিষ্মান

উচ্চমাধ্যমিকে অষ্টম

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ গণিত নিয়ে অধ্যাপনা করতে চায় অর্চিষ্মান ভট্টাচার্য। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সবচেয়ে প্রাচীন হ্যামিল্টন হাইস্কুল থেকে এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তমলুকের নিশ্চিন্তপুরের বাসিন্দা অর্চিষ্মান। বাবা বহিচাড় বিপীন শিক্ষা নিকেতনের পার্শ্ব শিক্ষক। মা মৌসুমী ভট্টাচার্য। ৪৮২ নম্বর তুলে এইবার রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিকের সফল পরীক্ষার্থীদের মেধা তালিকায় অষ্টম স্থানাধিকারী অর্চিষ্মানের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বাংলা ৯৫, ইংরাজী ৯৫, অংক ৯৯, কেমিস্ট্রি ৯৬, ও কম্পিউটার ৯৭। নিজেদের একমাত্র সন্তানের সাফল্যে খুশী বাবা অনুপম ভট্টাচার্য ও মা মৌসুমী ভট্টাচার্য। তাঁরা জানিয়েছেন, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলে যেমন চাইবে সেইভাবেই তার পাশে থাকবেন তাঁরা। অর্চিষ্মান জানিয়েছে, সারাদিনে ৬-৭ ঘন্টা পড়াশোনা করত সে। তার বাহিরে ক্রিকেট ব্যাট হাতে বন্ধুদের সাথে মাঠে আর না হলে বাড়িতে গল্পের বই তার সঙ্গী। সে আরও জানিয়েছে, চেতন ভগত তার সবচেয়ে প্রিয় লেখক। আর মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গান তার সবচেয়ে প্রিয়। উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতী এই ছাত্রের দাবি, গণিত নিয়ে আমাদের দেশে ও রাজ্যে সেভাবে কাজ হয়নি। তাই গণিত নিয়ে গবেষণা ও অধ্যাপনা করাই তার ভবিষ্যতের লক্ষ্য।

চিকিৎসক হতে চায় বৈদুর্য্য নায়ক

উচ্চমাধ্যমিকে অষ্টম

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ চিকিৎসক হতে চায় বৈদুর্য্য নায়ক। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সবচেয়ে প্রাচীন হ্যামিল্টন থেকে এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে ৪৮২ নম্বর তুলে এবার রাজ্যের সফল পরীক্ষার্থীদের মেধা তালিকায় অষ্টম স্থানাধিকারী বৈদুর্য্য। তমলুকের পার্বতীপুরের বাসিন্দা হ্যামিল্টন হাইস্কুলের সহ শিক্ষক বিদ্যুৎ নায়কের একমাত্র সন্তান বৈদুর্য্য। ছেলের সাফল্যে বাবার মত খুশি মা কেয়া নায়কও। এই কৃতী ছাত্রের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বাংলা ৮৬, ইংরাজী ৯৬, ফিজিক্স ৯৬, অংক ৯৮, বাইলোজি ৯৭ ও কেমিস্ট্রি ৯৫। বৈদুর্যের গর্বিত বাবা-মা জানিয়েছেন, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলে যেমন চাইবে সেইভাবেই তার পাশে থাকবেন তাঁরা। উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী পরীক্ষার্থী জানিয়েছে, সারাদিনে ৬-৭ ঘন্টা পড়াশোনা করত সে। তার বাইরে ক্রিকেট ব্যাট হাতে বন্ধুদের সাথে মাঠে আর না হলে বাড়িতে গল্পের বই তার সঙ্গী। জানিয়েছে, সব ধরণের বই পড়তে তার ভালো লাগে। তবে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে দুর্দিনে মানুষের পাশে দাঁড়াতে। তাই ভবিষ্যতে সে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। জানিয়েছে, লক্ষ্য পূরণের জন্য জয়েন্ট মেডিকেল পরীক্ষা দিয়েছে। বৈদুর্যের দাবি, ভালো র‍্যাঙ্ক হবে তার।

উচ্চমাধ্যমিকেও সেরা পূর্ব মেদিনীপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা,তমলুক ঃ মাধ্যমিকের পর এবার উচ্চমাধ্যমিকেও সারা রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিকে টেক্কা দিয়ে প্রথমস্থান অধিকার করল পূর্ব মেদিনীপুর। শুধু পাশের হারই নয়, মেধা তালিকাতেও এই জেলা থেকে স্থান অধিকার করে নিল চারজন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে মেধা তালিকায় রয়েছে রাজ্যের প্রথমস্থান অধিকারী হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের অর্চিষ্মান পানীগ্রাহী। সে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ছেলে। তাদের আদিবাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগরের দেপাল। বাবা কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকায় অর্চিষ্যানেরা সেখানেই বসবাস করে। এছাড়াও এই জেলার কাঁথির হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় থেকে নৌরিন হোসেন ও তমলুকের হ্যামিল্টন হাই স্কুল থেকে বৈদুর্য্য নায়কে ও অর্চিষ্মান ভট্টাচার্য মেধা তালিকায় অষ্টম স্থান দখল করে নিয়েছে। মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিকে এই জেলায় পাশের হারে প্রথম স্থানে থাকার খবরে খুশির হাওয়া জেলা জুড়ে। এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পরীক্ষায় বসেছিল ৩৮হাজার ৯৯০জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৮,১৫০জন। আর ছাত্রী ছিল ২০,৮৪০জন। পাশ করেছে ৩৬,০৫৩জন।

সরিদাসপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পটাশপুর-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পটাশপুর-১ ব্লকের অমর্ষি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সরিদাসপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে এগরা মহকুমা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জানা গিয়েছে, আগামী ১৭ জুন পটাশপুর-১ ব্লকের খাড়ে গ্রামের ক্ষুদিরাম স্টেডিয়ামে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তারই প্রস্তুতি হিসাবে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এইদিনের এই সভায় এগরা মহকুমার ৫ টি ব্লকের দলীয় সভাপতি এবং এগরা শহরের তৃণমূলের সভাপতিসহ অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

টুলুপাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

নিজস্ব সংবাদদাতা, মারিশদা ঃ ঘরের পুকুরের জল বাওয়ানোর জন্য টুলু পাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মারিশদা থানার উত্তর পিঠুলিটায়া গ্রামে। মৃতের নাম নরেন মণ্ডল (৭৩)। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা,চন্দ্রকোণা ঃ দুর্ঘটনায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য স্বামীকে হারিয়েছেন। অকাল বৈধ্যবের যন্ত্রণা কী সেটা মর্মে উপলব্ধি করেন। রক্ত মানুষের কতটা প্রয়োজনীয় তা এই ঘটনা থেকে আরও বুঝেছেন। তাই স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন স্ত্রীর। এক আধবার নয়, টানা ১২ বছর ধরে। চন্দ্রকোণার বাঁকা গ্রামের করণ পরিবারের ছেলে বিবেকানন্দ করণ ২০০৫ সালের মে মাসে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন। মাথায় বড়সড় চোট পান। রক্তক্ষরণ হয় প্রচুর। কয়েকদিন পর মৃত্যু হয় বিবেকানন্দ কারণের। ব্যবসায়ী হয়েও সমাজসেবী হিসাবে এলাকার মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। মানুষের বিপদে আপদে ছুটে যেতেন, নিয়মিত রক্তদান শিবির করতেন। দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছিলেন স্ত্রী চন্দনা। এক বছরে মেয়ে সোমা দত্তকে নিয়ে পড়েছিলেন অকূল সাগরে। তখনই উপলব্ধি করেছিলেন রক্তের প্রয়োজনীয়তা। সেই থেকে মৃত স্বামীর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিবছর মে মাসে নিজ উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন স্ত্রী চন্দনা করণ। বাঁকা গ্রামে নিজের বাড়িতে রীতিমতো প্যান্ডেল করে ব্লাড ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের এনে তিনি এই শিবির আয়োজন করে আসছেন ১২ বছর ধরে। সোমবার সেই শিবিরে রক্ত দেন ৫০জন। করণ পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও রক্ত দেন পরিবারের আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবেরা। রক্তদাতাদের প্রত্যেককে নিজে আপ্যায়িত করেন চন্দনা করণ ও তাঁর মেয়ে সোম দত্ত। চন্দনা দেবী বললেন, বিয়ের পর থেকে থেকে আমার স্বামীকে দেখেছি প্রচুর সমাজসেবামূলক কাজ করতে। স্বামীকে হারালেও তাঁর কাজ আমাকে অনুপ্রাণিত করে এখনও, রক্তের জন্য আমার স্বামীকে হারাতে হয়েছিল। আমি চাই আর কেউ রক্তের সঙ্কটে না পড়েন। তাই এভাবেই স্বামীর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা। বিবেকানন্দের ভাই বিদ্যাসাগর করণও দাদার স্মৃতিতে বৌদির রক্তদান শিবির আয়োজনে হাত লাগিয়েছেন। তিনি বলেন, দাদাকে এর মধ্য দিয়েই আমরা স্মরণ করি। এইদিন ব্লাড নিতে আসা ঘাটাল ব্লাড ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরাও চন্দনা করণের এহেন উদ্যোগের তারিফ করেন।

ক্যান্সার গবেষণায় মার্কিন মুলুকে গড়বেতার দীনবন্ধু

নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়বেতা ঃ ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা করতে মার্কিন মুলুকে গেলেন গড়বেতার মেধাবী ছাত্র। গড়বেতার ফতেসিংপুর গ্রামের এই মেধাবী ছাত্র দীনবন্ধু সার ক্যান্সার সেল এন্ড এনিম্যালস বিষয়ে গবেষণা করতে মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উড়ে গেলেন। এইদিন সকালে ট্রেনে করে কলকাতা, সেখান থেকে বিমানপথে মুম্বাই হয়ে সোজা আমেরিকার শিকাগো। এইদিন তাঁর বাবা, মা, ভাই দমদম বিমানবন্দরে গিয়ে তাঁকে বিমানে তুলে দিয়ে আসেন। শিকাগোর কাছেই আরবানা চ্যাম্পেনে ইলিনোয়িস বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা করবেন দীনবন্ধু। ওয়াহাটি আই আই টির এই কৃতী ছাত্রের গবেষণার পুরো খরচ বহন করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনোয়িস বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ও বেকম্যান ইন্সটিটিউট যৌথভাবে। গবেষণার মেয়াদ এক বছর। এই গবেষণায় সাফল্য পেলে বাংলার এই কৃতী ছাত্রকে পিডিএফ অর্থাৎ পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ ফেলো হিসাবে নির্বাচিত করবে মার্কিনী বিশ্ববিদ্যালয়টি। প্রতি বছর বিভিন্ন দেশের একঝাঁক কৃতী ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে গবেষণা করার ছাড় পত্র দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বিশ্ববিদ্যালয়টি। এইবার গুয়াহাটি আই আই টিতে গত জানুয়ারিতেই অরগানিক কেমিষ্ট্রি নিয়ে পি এইচ ডি করা দীনবন্ধু সার সেই সুযোগ পাওয়ায় স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত গড়বেতার মানুষ। পড়াশোনায় বরাবরই মেধাবী দীনবন্ধু লাজুক এবং মুখচোরা। মর্কিন মুলুকের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ পাওয়াকে ভাগ্যের সঙ্গে তুলনা করে বললেন, সবই উপরওয়ালার ইচ্ছে, তাই এতবড় একটি সুযোগ পেলাম। আমি সফল হয়েই দেশে ফিরবো, পিডিএফ আমাকে হতেই হবে। মনের এই জোরকে সম্বল করেই মার্কিন বিমানে চেপে বসলেন দীনবন্ধু। বাবা কৃষক, মা ইতা সার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। তাঁদের বড় ছেলের বিদেশ যাত্রার সুযোগকে ভগবানের আশির্বাদ বলে মনে করেছেন। ছেলের এই সাফল্যে চোখে জল বাবা মা দুজনেরই। বললেন, কষ্ট হলেও আমরা চাই ছেলে সফল হয়েই দেশে ফিরুক। দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করুক। তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি কী? একাগ্রতা আর নিজের উপর বিশ্বাস, মঙ্গলবার সাতসকালে ট্রেনে ওঠার আগে বলে গেলেন দীনবন্ধু।